সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯৬
WEEKLY BOOKLET:296

আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ নিকট পিতামাতা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

বিয়ের পর পিতা-মাতা থেকে আলাদা হওয়া কেমন?

কীভাবে আমাদের পিতামাতাকে নেকীর দাওয়াত দেবো?

বাবা-মায়ের যদি বিচ্ছেদ ঘটে, সে ক্ষেত্রে সন্তানদের করণীয় কী?

মৃত পিতা-মাতার নামে কোরবানী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট পিতামাতা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর

খলিফায়ে আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট পিতামাতা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকাটি পাঠ করবে বা শুনবে তাকে পিতা-মাতার সেবক ও আনুগত্যকারী বানাও, তাদের অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করো এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন - যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন, তার দশটি গুনাহ মুছে দিবেন। (ইবনে হিব্বান, ২/১৩০ হাদীস: ৯০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: কিছু লোক তাদের পিতামাতার অবাধ্যতা করে এবং তাদের সাথে দূর্ব্যবহার করে, আপনি তাদেরকে এমন কিছু উপদেশ প্রদান করুন যেনো তারা তাদের পিতা মাতার সাথে এরূপ দূর্ব্যবহার করা হতে বিরত থাকে।

www.dawateislami.net

উত্তরঃ পিতামাতার অন্তরে কষ্ট প্রদানকারী এবং তাদের অবাধ্য সন্তানেরা দুনিয়ায়ও শাস্তি পাই এবং আখিরাতেও শাস্তির অধিকারী হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! পিতা-মাতার আনুগত্য করা ফরয এবং তাদের অবাধ্যতা গুনাহ। পিতামাতার আনুগত্য প্রসঙ্গে অসংখ্য আয়াত ও রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে পিতা-মাতার গুরুত্বের অনুমান করুন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَات (অর্থাৎ মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। (মুসনাদে শাহাব, ১/১০২ হাদীসঃ ১১৯) অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করা জান্নাতে প্রবেশের একটি কারণ, যে সদাচরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বাহারে শরীয়তে রয়েছে, যে তার মায়ের পায়ে চুম্বন করলো, সে যেনো জান্নাতের চৌকাঠ অর্থাৎ দরজায় চুম্বন করলো। (বাহারে শরীয়ত ৩/৪৪৫, অংশ ১৬)

পিতা-মাতার সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু করা উচিৎ নয়, দৃষ্টি নত রাখা উচিৎ, দূর থেকে আসতে দেখলে শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো উচিৎ, চোখে চোখ রেখে কথা বলা উচিৎ নয়। যখন তারা ডাকে তখন অবিলম্বে লাব্বাইক বলে উপস্থিত হওয়া উচিৎ, তাদের সাথে সম্মান সহকারে জী আপনি করে কথা বলা উচিৎ এবং তাদের আওয়াজের তুলনায় নিজের আওয়াজ উঁচু করা উচিৎ নয়। হযরত আউন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র মা তাঁকে ডাকলেন তখন উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর আওয়াজ সামান্য উঁচু হয়ে গেলো, ফলে তিনি দুইজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/৪৫, ৩১০৩। আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাঁতে ৩/৫৯)

আপনারা দেখলেন তো! হযরত আউন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শুধু মায়ের আওয়াজের তুলনায় নিজের আওয়াজ উঁচু হয়ে যাওয়ায় দুজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলেন, যারা পিতা-মাতার গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ তাদেরকে উক্ত

www.dawateislami.net

ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। স্মরণ রাখবেন, পিতা-মাতার আনুগত্যেও মহান ফযীলত ও অবাধ্যতার কঠিন শাস্তি রয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা সামুদ্রিক গম্বুজে লেখা হয়েছে - বর্ণিত আছে - এক ব্যক্তিকে তার মা ডাকলো, কিন্তু সে উত্তর দিলো না। এতে তার মা তাকে বদদোয়া দিলো আর সে বোবা হয়ে গেলো। (বিররুল ওয়ালিদাইন লিত্বরত্বুশী, পৃষ্ঠা ৭৯) ভেবে দেখুন, কত বড় বিপদ তার উপর পড়েছে। আসলে একজন বোবা লোক বুঝতে পারে যে তার কত কষ্ট হয়। এই জন্য আমাদের উচিৎ মা বাবার আনুগত্য করা ও বাধ্য থাকা। নয়তো দুনিয়াতেও শাস্তি পেতে হবে এবং আখিরাতেও শাস্তি পেতে হবে। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে, মি'রাজ রজনীতে আমি কিছু লোককে দেখলাম যারা আগুনের ডালে ঝুলে আছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? বলা হলো, এরা ঐ সব লোক যারা দুনিয়াতে তাদের পিতা-মাতাকে মন্দ কথা বলতো। (আয যাওয়াজির ২/১৩৯ জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ ২/২৬৫)

যাইহোক, যারা তাদের পিতামাতাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের উচিৎ তাওবা করা, পিতামাতাকে খুশি করা এবং তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। মা-বাবা যদি দূরে থাকেন তাহলে ফোনে বা যেকোনো উপায়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বাড়িতে পৌঁছে তাদের পায়ে পড়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা। তারা সন্তুষ্ট হলে তাই আপনার জান্নাত, সুতরাং, তাদের খুশি করুন এবং তাদের যা কিছু ন্যায্য দাবি আছে তা পূরণ করুন। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৩/৪৪৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ আমাদের পিতা-মাতা কি জান্নাতে আমাদের সাথেই থাকবেন?

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং সন্তানরাও ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তারা জান্নাতে যাবে আর জান্নাতে সবাই একসাথেই থাকবে। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জান্নাতে গেলে তারাও একসঙ্গে থাকবে।

(মুজামে সাগীর, ১/২২৯, হাদীসঃ ৫৪১) (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪১৩)

প্রশ্নঃ কেউ যদি তার পিতা-মাতাকে ভালোবাসে কিন্তু তাদের সেবা না করে, তাহলে সে কি তার পিতা-মাতাকে ভালোবাসার সাওয়াব পাবে এবং তাদের সেবা না করার কারণে গুনাহ হবে?

উত্তরঃ পিতা-মাতার সেবার প্রয়োজন হলে, তাদের সেবা করার পরিবর্তে কষ্ট দিলে, দুশ্চিন্তায় রাখলে তা আবার কোন ধরণের ভালোবাসা? অন্য মানুষের তুলনায় বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিকভাবে বেশি হয়। যদি সে তার পিতা- মাতা সম্পর্কিত ওয়াজিব বর্জন করে তাহলে সে গুনাহগার হবে।

(এই সময় মুফতি সাহেব বলেন:) পিতা-মাতাকে ভালোবাসার মাধ্যমে সে উপকৃত হবে বটে, কিন্তু যদি তার উপর পিতা-মাতার সেবা করা ফরয বা ওয়াজিব হয়, যেমন - ঘরে অন্য কেনো উপার্জনকারী নেই এমতাবস্থায় তাদের ভরণপোষণ তার উপর আবশ্যক। এখন সে যদি সেবা না করে তবে গুনাহগার হবে। **(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৭/৫৪)**

প্রশ্নঃ পিতা-মাতা যদি সন্তানদের বলে এই বাড়িতে এখন থেকে তোমার কেনো জায়গা নেই, তাহলে সন্তানদের কী করা উচিৎ?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ সন্তানদের জন্য এটা অনেক বড় পরীক্ষা। এক্ষেত্রে মাতা-পিতার সাথে সন্তানদের ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হওয়া অনুচিত, কারণ এর অনুমতি নেই। বাবা-মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে থাকুন, বিনীত হয়ে কান্নাকাটি করে পিতামাতার পা ধরে ক্ষমা চান। আপনি যদি সত্যিকারার্থে অনুতপ্ত হন আল্লাহ পাকের দরবারে গৌরবান্বিত হবেন এবং সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ। পিতা-মাতারও উচিৎ এরকম না করা বরং অন্তর নরম রাখা, সন্তান অবাধ্য হলেও তাদের ক্ষমা করে দেয়া। হতে পারে আপনাদের যৌবনেও আপনার বাবা-মায়ের সাথে আপনাদের একই রকম সমস্যা হয়েছে। যাইহোক, সব বাবা-মা এমন হয় না, কেউ কেউ এমন হয়। তাই ঝগড়া-বিবাদ মাফ করো, নিজের মন সাফ করো, এ প্রবাদ বাক্যেই আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ২/৩০৯)

প্রশ্নঃ বিয়ের পর পিতা-মাতা থেকে আলাদা হওয়া কেমন?

উত্তরঃ এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে যেমনঃ ঘর সংকীর্ণ (অর্থাৎ ছোট) এবং পিতামাতাও চাই ছেলে আলাদা হয়ে যাক, সেক্ষেত্রে আলাদা হওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। বাড়িতে সমস্যা থাকলে, বাবা-মায়ের সম্মতিতে পৃথক হওয়া উচিৎ, অর্থাৎ বাবা-মা স্বেচ্ছায় অনুমতি দিলে আলাদা হয়ে যাবে। কেবল স্ত্রীর পক্ষ নেওয়া, পিতা-মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা এবং এভাবে লড়াই ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যাওয়া খুবই খারাপ ব্যাপার। কিছু লোক বৃদ্ধ বাবা-মাকে ধাক্কা দেয়, তাদের এরূপ করা উচিৎ নয়। যদি বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কারণে কোনো পরীক্ষায় পড়তে হয়, তবুও নিজের স্ত্রীর মাঝে ইতিবাচক মন-মানসিকতা তৈরি করে দেওয়া

www.dawateislami.net

উচিৎ এবং বোঝানো উচিৎ যে - "এখন তাদের বার্ধক্য, সবর করো, সহ্য করো, মুখে লাগাম দাও, اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" যদি বউ মুখ খোলে তখন ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে যায় - এভাবে বুঝিয়ে কাজ চালাতে হবে। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৫৩৩)

প্রশ্ন: অনেক সময় সন্তানের কেনো দোষ ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও মা-বাবা অকারণে ভুল বোঝা শুরু করে দেয়, তখন ভীষণ রাগ আসে, এমন ক্ষেত্রে কী করা উচিৎ?

উত্তর: আপনার সাথে একটি কাউন্টার (ডিজিটাল তাসবীহ যা ওয়াযিফা গণনা করতে সাহায্য করে) রাখুন এবং যখনই এরকম ঘটবে তখনই দরূদ শরীফ পাঠ করা শুরু করে দিন, اِنْ شَآءَ الله এই দরূদ শরীফ আপনার মেজাজ ঠান্ডা করে দেবে। মা অথবা বাবার উপর রাগ ঝাড়লে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাবে, তাই ধৈর্য ধারণ করুন এবং কুফলে মদীনা লাগিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করুন। পরে যখন পিতামাতা চুপ হয়ে যাবে, তখন উপযুক্ত সময়ে পরম ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে তাদেরকে বোঝান। তবে হ্যাঁ আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার বোঝানোর ফলে রাগের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে, তাহলে চুপ থাকুন। মা - বাবারও উচিৎ অসময়ে না জেনে না বুঝে সন্তানদের উপর রাগ না ঝাড়া। এমনটা করলে সন্তান বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন পিতামাতাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তাই পিতা-মাতা এবং সন্তান দুই পক্ষেরই উচিৎ জুলুম পরিহার করা। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৫/৩৬৫)

প্রশ্ন: প্রত্যেকটি কাজের জন্য কি পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন আছে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ এমন শিশু যে অবুঝ, প্রচলন (উরফ) অনুযায়ী, বাইরে বের হলে পিতা-মাতা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তখন পিতামাতার উচিৎ সন্তানকে অনুমতি চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাকে বোঝানো যে, সে যেনো অনুমতি ব্যতীত কোথাও না যায়। শিশু যেহেতু অবুঝ তাই নিজ থেকে অনুমতি নেবে না, তাই তাকে অনুমতি নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। আমি যখন ছোট কিন্তু বুঝতে পারতাম, তখনও আমার মা আমাকে বলতেন বাইরে রাস্তায় যেয়ো না। আমাদের বাড়ির পিছনে একটি রাস্তা ছিলো এবং রাস্তা পার হওয়ার পরে ছিলো কাকরী গ্রাউন্ড। মা আমাকে কাকরী গ্রাউন্ডে যেতে বারণ করতেন। তাই আমি গ্রাউন্ডে যেতে ভয় পেতাম কারণ মা আমাকে বারণ করেছেন। সন্তানের ভালোর জন্যই বাবা-মা নিষেধ করেন, তাই বাবা-মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া উচিৎ। যদি শিশুর বিবেক বুদ্ধি হয়, পিতা-মাতা তার বাইরে যাওয়া নিয়ে আতঙ্কিত না হন, শিশুটি পিতা-মাতাকে জিজ্ঞেস করা ব্যতীত নামাযের জন্য মসজিদে বা পড়ার জন্য মাদ্রাসায়, জামেয়ায় চলে যায় আর পিতামাতার এ বিষয়ে অবগত। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বাবা-মা খারাপ মনে করবে না, তবে অনুমতি নেওয়া ভালো। **(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৬/৩৬১)**

প্রশ্নঃ সন্তানেরা যে সৎকর্ম করে তার সাওয়াব কি তাদের পিতামাতার কবরে পৌঁছায় নাকি ইসালে সাওয়াব করলেই তারা সাওয়াব পাই?

উত্তরঃ ছেলে যদি চাই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সুন্নাত পালন করবো, দাঁড়ি রাখবো, কিন্তু পিতামাতা তাকে ধমক ও হুংকার দিয়ে বলে, "তুমি কি মোল্লা হবে? হাজাম (যারা খতনা করায়) হবে? তুমি কি কাবাব

www.dawateislami.net

বিক্রি করবে? (অর্থাৎ নিম্নস্তরের কাজ করবে?)। মৌলভি হয়ো না। এতো গভীরে যেয়ো না।" এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, সন্তান ঘুমন্ত অবস্থায় আর পিতামাতা তার দাঁড়ি কেটে দিয়েছে, কখনো পাগড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে, এমন পরিস্থিতিতে যখন ছেলে দাঁড়ি রাখছে, ইলমে দ্বীন শিখছে, ভালো মানুষের কাছে যাওয়া আসা করছে এবং ইজতিমায় অংশগ্রহণ করছে আর বাবা-মা তাকে বাধা প্রদান করছে তাহলে মৃত্যুর পর তারা তাদের সন্তানের আমলের সাওয়াব কখনোই পাবে না। ছেলেকে সৎকাজে বাধা দিয়ে বাবা-মা গুনাহগার হচ্ছেন এবং ওয়ালিদ বিন মুগীরার প্রতিনিধিত্ব করছেন। পবিত্র কুরআনে "ওয়ালিদ বিন মুগীরা"র ১০টি দোষ বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে এটিও আছে যে- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ (**কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ** সৎকাজ হতে বড় বাধাদানকারী) তাহলে যারা নেকী ও কল্যাণমূলক কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, হোক তারা তারা পিতামাতা অথবা অন্য কেউ তারা সকলেই উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আমি মসজিদ নির্মাণ করলে সাওয়াব পাবো, মসজিদের জন্য দান করলে সাওয়াব পাবো, মসজিদের জন্য বিনা বেতনে মজদুরি করলে সাওয়াব পাবো, এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হলে যদি আমার মন খুশি হয় তাহলে হয়তো আমিও তার জন্য সাওয়াব পাবো, কিন্তু আমি যদি হিংসায় জ্বলে যাই- এই মসজিদ কেনো বানাচ্ছে? এতো জায়গা ঘিরে ফেলেছে, এটা করেছে, ওটা করেছে, তাহলে কীভাবে আমি সাওয়াব পাবো? পিতামাতা তাদের সন্তানদের সৎকাজে নিয়োজিত করলে, তার জন্য প্রচেষ্টা চালালে এবং তাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে তারাও সাওয়াব পাবে। (সিরাতুল জিনান, পারা ১, বাকারাহ, আয়াত ১৩২, ১/২১২) সাওয়াব অর্জনের একটি উপায়

www.dawateislami.net

হচ্ছে সন্তান যেই ভালো কাজগুলো করে সেগুলোর ইসালে সাওয়াব পিতামাতাকে করবে তাহলে তারা সাওয়াব পাবে, যদি পিতামাতা নেক সন্তান রেখে যায় এবং সে পিতামাতার জন্য দোয়া করে, তাহলেও পিতামাতা সাওয়াব পাবে। (মুসলিম, পৃ. ৬৮৪ হাদীস: ৪২২৩) যদি কারো মৃত্যুর পর এমন সন্তান দুনিয়ায় থাকে তাহলে এটা অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু বাস্তব হলো আজকাল সন্তানরা দোয়াও করতে জানে না। রমযান মাসে পবিত্র কুরআন খতম করার পর আমাদের মতো মানুষকে খোঁজ করে যে, আমি কুরআন খতম করেছি একটু দোয়া করে সাওয়াব দিন। এমন আমার সাথে অনেকবার ঘটেছে। মানুষ জানে না যে কুরআন পড়ে সাওয়াব কীভাবে পৌঁছাতে হয়। মনে হয় যেনো হুযুররাই একমাত্র কবরের দরজা খুলে ভিতরে সাওয়াব পৌঁছাতে পারবে। স্পষ্টতই, এসবের মূল কারণ নেকীর পরিবেশ থেকে দূরে থাকা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা জানেন কীভাবে ইসালে সাওয়াব করতে হয়। যারা তাদের সন্তানদেও নেক কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর পানাহ! নেকীর কাজে বিরক্ত হয় তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। এটি খুবই ভয়ানক ব্যাপার। আমরা নেক আমলের প্রতি বিরক্ত হওয়ার আগেই আল্লাহ যেনো আমাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব করে। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৫/১০৬)

প্রশ্ন: মা বাবা রোযা না রাখলে সন্তানরা কীভাবে তাদেরকে বোঝাবে?

উত্তর: সন্তানদের উচিৎ তাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করা এবং রোযার ফযীলত সম্পর্কে রমযানের ফযীলত গ্রন্থ থেকে রোযা রাখার

www.dawateislami.net

ফযীলত এবং না রাখার শাস্তি সম্বলিত রেওয়ায়াতসমূহ এভাবে দরস দেওয়া যাতে তারাও শোনে। আল্লাহ চাইলে তারা রোযা রাখার সামর্থ্য পাবে। **(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৭/৪৪)**

প্রশ্ন: কীভাবে আমাদের পিতামাতাকে নেকীর দাওয়াত দেবো?

উত্তর: আপনি আপনার পিতামাতার আনুগত্য করে তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দিতে পারেন। আপনি যদি আপনার পিতামাতার আনুগত্য করেন তাদের সামনে আপনার দৃষ্টি নত রাখেন এবং নিম্নস্বরে কথা বলেন, **"ফয়যানে রমযান"** (**"ফয়যানে রমযান"** শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়াঈ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও লিখিত ৪৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থটিতে ১০টি বিষয়বস্তু রয়েছে: (১) রমযান শরীফের ফযীলত (২) রোযার বিধানাবলী (৩) তারাবীহ'র ফযীলত (৪) লাইলাতুল কদরের (৫) আল ওয়াদা' মাহে রমযান (৬) ই'তিকাফির ফযীলত (৭) ঈদুল ফিতরের ফযীলত (৮) নফল রোযার ফযীলত (৯) রোযাদারদের ১২টি ঘটনা (১০) ইতিকাফকারীদের ৪০টি মাদানী বাহার। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ)) এবং যখন তারা আসবেন, তাদের সামনে ভক্তি সহকারে হাত বেঁধে দাঁড়াবেন, এভাবে যখন আপনি তাদের সাথে সদাচরণ করবেন এবং তাদের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করবেন তাহলে এটিই তাদের জন্য সর্বোত্তম নেকীর দাওয়াত হিসাবে সাব্যস্ত হবে, তারপর আপনি যা কিছু বলবেন তারা তা মেনে নেবে। মনে রাখবেন! সন্তানদের উপর পিতামাতার এই অধিকার রয়েছে যে, সন্তানরা তাদেও সম্মান করবে, তাদের মন খুশি করবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। আপনি যদি আপনার পিতামাতাকে অশ্রদ্ধা করেন তাহলে আপনার পিতামাতা বা জনসাধারণ কাউকেই নেকীর দাওয়াত দিতে পারবেন না।

www.dawateislami.net

আমাদের এখানে যা হয় তাহলো, মানুষের সামনে জী, জনাব, লাব্বাইক আর মুচকি হেসে একেবারে গলে যায় কিন্তু বাবা-মায়ের সামনে সিংহের মতো গর্জন করে কথা বলে এমতাবস্থায় তাদের উপর নেকীর দাওয়াত কীভাবে প্রভাব ফেলবে? (আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমাদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পিতামাতা যদি কোনো পাপ করে তবে সন্তানের উচিৎ নম্রভাবে এবং বিনয়ের সাথে অনুরোধ করা, তারা যদি মেনে নেয় তবে ভালো, অন্যথায় তাদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না, বরং তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১৫৭/২১)) (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ২/২৪০)

প্রশ্ন: বাবা মায়ের যদি বিচ্ছেদ ঘটে, সে ক্ষেত্রে সন্তানদের করণীয় কী?

উত্তর: যদি পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তবে সেক্ষেত্রে সন্তানদের উচিৎ পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি ইনসাফ করা। সন্তানদের মনে রাখতে হবে যে, তালাক দেওয়ার পর পিতার পিতৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় না বরং তিনি পিতাই থাকেন, তাই পিতার হক আদায় করা আবশ্যক। যেহেতু সাধারণত মায়ের প্রতি টান সন্তানদের বেশি থাকে, সেহেতু এমন ক্ষেত্রে যুবক সন্তানেরা মায়ের পক্ষে থেকে বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। একইভাবে কখনো কখনো বিচ্ছেদের পর মা সন্তানদেরকে তাদের বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা দেওয়ার জন্য এভাবে ভয় দেখায় যে, তোমার বাবার সাথে দেখা করলে দুধের হক ক্ষমা করবো না! এমতাবস্থায় সন্তানদের উচিৎ মায়ের আদেশ না মেনে বাবার সাথে গোপনে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং বাবার অর্থের প্রয়োজন হলে তার জন্য হাত খোলা রাখা, এভাবে চললে আল্লাহ পাক তাকে সম্পদশালী করে দেবেন। ঝগড়া

www.dawateislami.net

বিবাদেও সময় যদি মায়ের সঠিক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও বাবা রাগান্বিত হয়ে তালাক দিয়ে ফেলে তবুও সন্তানেরা বাবার সাথে সদাচরণ করতে হবে, অন্যথায় কিয়ামতের দিন তো বহু দূরে, পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেই দেওয়া হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমাজে এমন প্রশংসাযোগ্য সন্তানও আছে যারা বাবা মায়ের বিচ্ছেদের পর দ্বন্দ্ব এড়াতে গোপনে তাদের বাবাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে এবং চিকিৎসার খরচ বহন করে। বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি হলে মাকেও মন বড় রাখতে হবে এবং সন্তানদের পিতার অবাধ্যতার পাপে গড়ে না তুলে, বরং সম্ভব হলে সন্তানদের বোঝাতে হবে যে, আমার এবং তোমার বাবার মধ্যে যা ঘটেছে তার দিকে না তাকিয়ে আমারও সেবা করো আর তোমার বাবারও যত্ন নাও। যদি সন্তানেরা তাদের মা কিংবা বাবার প্রতি জুলুম করে থাকে তবে তাদের উচিৎ পায়ে পড়ে ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহ পাকের কাছে অনুতপ্ত হওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়টি তালাক পর্যন্ত গড়ায় না, বাবা মা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সন্তানদের উচিৎ পিতামাতার মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা যেমনটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে: وَ الصُّلْحُ خَیْرٌؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** 'আর সমঝোতাই মঙ্গল।' আর যদি সমঝোতা করা সম্ভবপর না হয় তবে তাদেও উভয়ের সেবা করা উচিৎ এবং এমনটি কখনো যেনো না হয় যে, তাদের একজনকে সেবা করবে অপরজনকে করবে না। যেমনিভাবে পিতামাতা তাদেরকে শৈশবে বিছানা নোংরা করা এবং দুষ্টুমি করে ঘরের থালা বাসন ভাঙা সত্তেও তাদেরকে ছেড়ে দেয় না, যেহেতু তখন সন্তানের জন্য পিতামাতার প্রয়োজন খুব বেশি থাকে। অনুরূপভাবে

www.dawateislami.net

সন্তানদের উচিৎ যখন পিতা মাতা বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তখন তাদের সাথে সদাচরণ করা এবং তাদের ছেড়ে না যাওয়া, কারণ সেই সময় পিতামাতারও তাদের সন্তানদের প্রয়োজন পড়ে।

(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ১/১৮৮)

প্রশ্নঃ পিতা যদি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেন, সেক্ষেত্রে সন্তানদের করণীয় কী?

উত্তরঃ এসব ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের ধৈর্যধারণ করে বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করা উচিৎ। ছেলেমেয়েরা যদি বাবার সেবা করে, তবে অবশ্যই বাবা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। যে সন্তানরা বলে যে বাবা আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখেন না তাই আমরাও বাবার সাথে কেনো প্রকার সম্পর্ক রাখবো না, বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে এই ছেলেমেয়েরাই ওয়ারিশ হিসাবে সম্পত্তি পেতে ছুটবে, স্বপ্নেও বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি নিতে অস্বীকার করবে না। সন্তান ধনী এবং পিতা গরীব হলেও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাফল্য অর্জনের জন্য সন্তানদের পিতার সেবা করা উচিৎ। জান্নাতের কোনো মূল্য নেই যে, তা অর্থ ও ধন-সম্পদ দিয়ে কেনা যায়, তবে পিতা-মাতার সেবার মাধ্যমে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করে তা অর্জন করা যায়। **(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ১/১৮৯)**

প্রশ্নঃ কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানেরা তাদের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে?

উত্তরঃ পিতামাতা যদি আল্লাহ র পানাহ্ ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২১/২৭৮)**

www.dawateislami.net

আল্লাহর পানাহ! তারা যদি সন্তানদের দ্বীনের ক্ষতিসাধন করতে চাই, যেমন তারা সন্তানদের নিজেদের খেয়াল খুশি মাফিক গড়ে তুলতে চাই, তাহলে তা আরো বিপজ্জনক বিষয়। অতএব, এসব ক্ষেত্রে সন্তানরা যেনো তাদের থেকে আরো দূরে সরে যায়। মোটকথা পিতামাতা মুরতাদ হলে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কাফির সে ব্যক্তি যে প্রথম থেকেই কাফির এবং মুরতাদ সে ব্যক্তি যে মুসলমান হওয়ার পর কাফির হয়ে যায়। মুরতাদদের হুকুম প্রকৃত কাফিরদের তুলনায় অধিকতর কঠিন এবং মুরতাদদের শাস্তি কাফিরদের তুলনায় কঠিনতর হবে।

(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪১৫)

প্রশ্নঃ মাতা-পিতা যদি সন্তানের ভুল-ত্রুটি হোক বা না-হোক, উভয় ক্ষেত্রে বদদোয়া করে, তাহলে কি তাদের সন্তানদের হকে সেই বদদোয়া কবুল হবে?

উত্তরঃ পিতামাতার দোয়া এবং বদ দোয়া সন্তানদের হকে কবুল হয়। তাই তাদের দোয়া নেয়া উচিৎ এবং বদ দোয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। যখন সন্তানের কোনো দোষ হয় তখনই পিতা-মাতা রাগান্বিত হয়ে বদদোয়া করে, অন্যথায় অযথা বদদোয়া করে না। পিতা-মাতার উচিৎ তাদের সন্তানদেরকে শুধুমাত্র দোয়া করা এবং বদদোয়া না করা। কারণ অসহায় ছেলেটা ধ্বংস হয়ে যাবে। **(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৩/৯৭)**

প্রশ্নঃ কিছু কিছু বিয়েতে বরের বাবা মা চাই যে, বিয়েটা গান-বাজনা, কোলাহল ও হাঁসি খুশিতে পরিপূর্ণ হোক, অথচ বর এর বিপক্ষে তাই এক্ষেত্রে বর কি তার বাবা-মায়ের বিরোধিতা করতে পারবে? এটাকে কি পিতামাতার অবাধ্যতা বলা যাবে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি রহম করুন যাতে আমরা গুনাহ মুক্ত বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করতে পারি। সর্বদা মনে রাখবেন যে, যেখানেই আল্লাহ পাকের হুকুম চলে আসে সেখানে অন্য কারো হুকুম মানা যায় না, তাই আল্লাহ পাক যে সমস্ত কাজ থেকে বারণ করেছেন পিতা-মাতা যদি সেগুলো করতে বাধ্য করে সেক্ষেত্রে পিতা মাতার কথা মেনে সেগুলো করা যাবে না। সন্তানদের জন্য বাবার দোয়া কবুল হয় এবং বদদোয়াও কবুল হয়, ওয়ালিদ বলতে মা ও বাবা উভয়কেই বোঝায়। দাদাও এর অন্তর্ভুক্ত কারণ পরোক্ষভাবে তিনিও বাবা। মায়ের দোয়া অনেক দ্রুত কবুল হয়। (মিরআতুল মানাজিহ ৩/৩০১) এবং এমতাবস্থায় পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার গুনাহও হবে না বরং এক্ষেত্রে আবশ্যক হলো সে বিষয়ে পিতামাতার কথা অমান্য করা এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা অগ্রাধিকার দেয়া। (তাফসীরে ফাযিল ২১তম পারা, সূরা লুকমান, আয়াত নং ১৫, ৩/৪৭০- ৪৭১)

গান বাজনা করা গুনাহের কাজ, অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহ হতে নিষেধ করেছেন, তাই বিয়েতে এগুলো করা উচিৎ নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি বর এগুলো করতে পিতামাতাকে নিষেধ করে তাহলে সে সঠিক কাজ করলো। বাবা মায়েরা তারা সাধারণত আনন্দ খুশির অনুষ্ঠানে সন্তানদের দাবি মানার চেষ্টা করে তাহলে এই ক্ষেত্রেও তাদের দাবি মানা উচিৎ। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ২/৪৯৮)

প্রশ্নঃ যেসব সন্তান তাদের পিতামাতাকে জীবদ্দশায় সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তাদের মৃত্যুর পর কী এমন কাজ করলে তারা সন্তুষ্ট হবে?

উত্তরঃ যাদের পিতামাতা অসন্তুষ্ট অবস্থায় মারা গিয়েছে, তাদের উচিৎ পিতামাতার জন্য প্রচুর পরিমাণে মাগফিরাত কামনা করা কারণ মৃত

www.dawateislami.net

ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: কারো পিতামাতা উভয়ে অথবা তাদের মধ্যে একজন মারা যায় আর ঐ ব্যক্তি তাদের অবাধ্যতা করতো, এখন যেনো সে সর্বদা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, এমনকি আল্লাহ পাক তাকে নেককার হিসেবে লিখে দেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০২ হাদীস: ৭৯০২)

এছাড়াও সন্তানদের উচিৎ তাদের পিতামাতার জন্য মাগফিরাত চাওয়ার পাশাপাশি ফাতিহা বা দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে বেশি বেশি ইসালে সাওয়াব করা অব্যাহত রাখা কারণ যখন সন্তান সন্ততির পক্ষ থেকে তাদেও নিকট বেশি পরিমাণে ইসালে সাওয়াব পৌঁছবে তখন আল্লাহ পাকের রহমতে আশা করা যায় যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আপন পিতামাতা এবং অন্যান্য প্রিয়জনদের জন্য ইসালে সওয়াবের নিয়তে মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী পুস্তিকাও বিতরণ করা যেতে পারে। এছাড়াও কেউ যদি তার পিতামাতা বা অন্যান্য প্রিয়জন এবং আত্মীয়-স্বজনদের ইসালে সওয়াবের জন্য মাদানী পুস্তিকা বিতরণ করতে চাই এবং তাতে তাদের পিতামাতার নাম, তার ঠিকানা ইত্যাদি লিখতে চাই তাহলে মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করুন।

(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত. ১/১৮২)

প্রশ্ন: পিতামাতা কি কবরে তাদের সন্তানদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারেন?

উত্তর: প্রতি শুক্রবার মৃত পিতামাতার কাছে তাদের সন্তানদের ভালো মন্দ আমল সমূহ উপস্থাপন করা হয়। সন্তানদের নেক কাজ

www.dawateislami.net

দেখলে তাদের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়, তাদের মাঝে খুশির আলামত পরিলক্ষিত হয়. পক্ষান্তরে যখন তারা খারাপ কাজ ও পাপ দেখে তখন তাদেও চেহারায় দুঃখের আলামত পরিলক্ষিত হয়। (নাওয়াদিরুল উসুল ১/৬৭১, হাদীস: ৯২৫) অর্থাৎ তাদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে যায়।

(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৪/৩৮৯)

প্রশ্ন: যদি কারো পিতামাতা অমুসলিম হয়, তাহলে নামাযের সময় পাঠকৃত দোয়াটির (رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ.....) সময় কি নিয়ত করবে, যেখানে পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়াও রয়েছে?

উত্তর: কুফরিয়া কালেমা কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব গ্রন্থের ৭৭ থেকে ৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

প্রশ্ন: পিতামাতা উভয়ে যদি বা দুজনের একজন মুরতাদ বা কাফির হলে, ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেওয়ার পর, এই দোয়াটি: (হে আল্লাহ পাক আমাদের, আমাদের পিতামাতাকে এবং সমগ্র উম্মতকে ক্ষমা করে দিন) বলা যাবে কিনা? এবং কুরআনের দোয়ার (رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ) এই অংশটি رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ..... (অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করো) পাঠ করা যাবে কি না?

উত্তর: পিতা-মাতা যদি কাফির হয় তাহলে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কুফরী। (তাফসীরে কবীর ১১ তম পারা সূরা তাওবা ১১৪, ৬/১৫৯) এজন্য ফয়যানে সুন্নাতের দরসের দোয়ার এই শব্দগুলি "আমাদের পিতামাতা" বলার পরিবর্তে এইভাবে দোয়া করুন - ইয়া আল্লাহ! আমাদের এবং সমগ্র উম্মতকে ক্ষমা করুন। এমনকি নামাযের মধ্যেও কেউ এমন দোয়া পাঠ করতে পারবে না (যাতে কাফির পিতামাতার ক্ষমা প্রার্থনা থাকে)। যদি

www.dawateislami.net

প্রশ্নে উল্লেখিত দোয়াটির অনুবাদ জানে যে এতে পিতামাতার মাগফিরাতের দোয়া রয়েছে এবং এও জানে যে তার পিতামাতা কাফির অথবা মুরতাদ। এরপরও সে ইচ্ছাকৃতভাবে পিতামাতার ক্ষমার উদ্দেশ্যে এই দোয়াটি পাঠ করে তাহলে দোয়া প্রার্থনা কারীর উপর কুফরীর হুকুম বর্তাবে। তার উপর তাওবা ও তাজদীদে ঈমান (অর্থাৎ নতুন করে ঈমান আনা) ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২২৮) (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/২০৩)

প্রশ্নঃ সন্তান উপার্জন করছে এবং পিতামাতা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে? এমন ক্ষেত্রে সন্তান ভাবে যে, এই মুহূর্তে পিতামাতাকে হজ্জ করিয়ে আনি আমি পরে করে নেবো, এরকম চিন্তা পোষণ করা কেমন?

উত্তরঃ হজ্জের শর্তাবলী পাওয়ার কারণে সন্তানের উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে, তাই এখন নিজেকেই হজ্জ করতে হবে, এমনকি তার পিতামাতা অনুমতি না দিলেও তাকে ফরয হজ্জ পালন করতে যেতে হবে।

(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৩/৩৭)

প্রশ্নঃ হজ্জের ফরম পূরণ হচ্ছে এবং হজ্জের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এমতাবস্থায় যদি কারো পিতা-মাতা দুনিয়া

সদরুশ শরীয়াহ বদরুত তরিকা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন কেউ হজ্জ করার সক্ষমতা অর্জন, তখন হজ্জ অবিলম্বে ফরয হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই বছরেই: এবং এক্ষেত্রে বিলম্বিত করা গুনাহ আর যদি কেউ কয়েক বছর হজ্জ পালন না করে তবে সে একজন ফাসেক তথা সীমালঙ্ঘনকারী এবং তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। তবে যখনই হজ্জ পালন করে নেবে তখন সেটা আদায় বলে গণ্য হবে, কাযা বলে

www.dawateislami.net

নয়। (বাহারে শরীয়ত, ১০৫১/১ অংশ ৬) থেকে চলে যায়, তাহলে কি তাদের পক্ষ থেকে হজ্জে বদল করতে পারবে? কেউ যদি মৃত ব্যক্তির ইসালে সাওয়াবের জন্য কাউকে হজ্জে পাঠাতে চায় তাহলে কি মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবে?

উত্তরঃ হজ্জে বদলের অসংখ্য মাসআলা-মাসায়িল রয়েছে। যখনই হজ্জে বদল করাতে চান দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ রফিকুল হারামাইন ও বাহারে শরীয়তের মাসআলা-মাসায়িল দেখে নেয়া উচিৎ। (রফিকুল হারামাইন, পৃ. ২০৮-২১৪। বাহারে শরীয়ত, ১/১১৯৯-১২১০)

যিনি হজ্জে বদল করাচ্ছেন তিনিও মাসআলা-মাসায়িল গুলো পড়ে নেবেন আর যিনি করছেন তিনিও অধ্যয়ন করে নেবেন। কেবল কেউ বললো যে আপনি আমার পক্ষ থেকে হজ্জে বদল করে দিন আর আমরা এই বলে খুশি হয়ে যাই যে খরচ মিলে গেছে, আমাকে প্রিয়নবী দুয়ারে ডেকেছেন – এমনটা যেনো না হয়।

হজ্জে বদল করাতে পারবেন, তবে এটি এমন একজনকে দিয়ে করানো উচিৎ যিনি হজ্জে বদলের মাসআলা-মাসায়িল জানেন। সাধারণ লোকের মাসআলা- মাসায়িল সম্পর্কে অবগত নয়। পিতামাতার জন্য হজ্জে বদল করা একটি বড় সাওয়াবের কাজ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার নামে হজ্জ করবে সে ১০টি হজ্জের সাওয়াব অর্জন করবে।

(দারে কুতনি ২/৩২৯.হাদীস ২৫৮৭)

মোটকথা, নিজের পিতামাতা, প্রিয়জনদের পক্ষ থেকে, এছাড়া গাউসে পাক ও খাজা গরীবে নেওয়াজের পক্ষ থেকেও হজ্জে বদল করানো উচিৎ।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীতেও এমন ব্যবস্থা রয়েছে যে, আমরা হজ্জে বদলে মানুষ পাঠাই। যেমন আমরা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামকে হজ্জ করাই। আমরা চেষ্টা করি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের প্রত্যেক ওলামায়ে কেরাম যেনো হজ্জ করেন, যাতে মাসআলা-মাসায়িল বাস্তবসম্মত হয় এবং উম্মতকে পথপ্রদর্শন করা সহজ হয়। এ সময় রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারী বলেন, দাওয়াতে ইসলামীর হজ্জ ও ওমরাহ মজলিসের পক্ষ থেকে যারা তাদের প্রিয়জনদের ঈসালে সাওয়াবের জন্য ইসলামী ভাইদেরকে হজ্জে বদলে পাঠাচ্ছেন তাদের জন্য একটু দোয়া করে দিন। এ সময় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই দোয়াটি করেন: ইয়া রব্বে মুস্তাফা! যে ব্যক্তি দাওয়াতে ইসলামীর মজলিসের মাধ্যমে তার প্রিয়জনের ঈসালে সওয়াবের জন্য বা এমনিতেই নফল হজ্জের জন্য কাউকে হজ্জে পাঠানোর জন্য অর্থ প্রদান করে, মাওলা! তার ঈমান নিরাপদ রাখো, তাকে মন্দমৃত্যু থেকে রক্ষা করো, মাওলা! তাকে বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করো। তাকে দোজাহানের কল্যান দান করো এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো।

(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ২৬৩/৫)

প্রশ্ন: পিতা-মাতা ইন্তিকাল করলে তাদের নামে কোরবানী করা যাবে কি?

উত্তর: অবশ্যই করা যাবে। যদি আপনার কাছে ভাগে কোরবানী করা যায় এমন কেনো বড় পশু থাকে তবে আপনি এতে আপনার মরহুম পিতামাতার নামও শামিল করতে পারেন আর এই কোরবানী তাদের পক্ষ থেকে একটি ঈসালে সাওয়াবের কোরবাবানী হয়ে যাবে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৭) (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৫/২৪৬)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net